হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ২

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ২

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ৩

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ৪

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ৫

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ৬

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ৭

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ৮

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ৯

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১০

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১১

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১২

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৩

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৫

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৬

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

শহীদ আশরাফ

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা
www. boibazar.com
হট লাইন ০৯৬১১২৬২০২০

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী	শহীদ আশরাফ
প্রকাশক	নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	তুহিন সাবের
প্রচ্ছদ	নিয়াজ চৌধুরী তুলি
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ
©	Writer
Huseyn Shaheed Suhrawardy	Shahid Ashraf
Cover Design	Niaz Chowdhury Toli
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	500.00 Tk only
ISBN	978-984-98389-9-9
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

জনদরদী নির্ভীক নেতা
জনাব শেখ মুজিবুর রহমান
ও
নিষ্ঠাবান সাংবাদিক 'ইত্তেফাক' সম্পাদক
জনাব তফাজ্জল হোসেন
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাক-ভারত উপমহাদেশে এমন কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহান নেতার আবির্ভাব হয়— যাঁদের আন্তরিক চেষ্টায় পাক-ভারত ভূখণ্ড সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার শৃঙ্খলা মোচন করে স্বাধীনতা লাভ করে। এই ঐতিহাসিক দেশপ্রেমিক নেতৃসম্প্রদায়ের মধ্যে জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অন্যতম ব্যক্তিস্বত্বা।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এমন একজন মানুষ, যিনি জীবনে কখনো তাঁর বংশমর্যাদা নিয়ে গর্ববোধ করেননি, বা বংশের ধ্বজা ধরে সমাজে নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর কর্ম এবং ব্যক্তিত্ব দিয়েই তিনি অনাদি-অনন্তকাল নির্যাতিত মানুষের মনে শুকতারার মতোই ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ জীবনে আমার দুই-একবারই ঘটেছে। তবু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে যেটুক আমি বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, স্বজনপ্রীতি বলে কোনো কলঙ্ক সোহরাওয়ার্দী চরিত্রকে কখনো কলুষিত করেনি। সোহ্‌রাওয়ার্দীর হৃদয় ছিল আকাশের মতো বিরাট, উদার, তাই তাঁর স্বজনের গন্ডি ছিল না সীমাবদ্ধ। অসহায়, অগণিত দেশবাসী ছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়, তাদের জান-মালের হেফাজতের জন্য তিনি আমরণ বিরামহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী উত্তরাধিকারী। আশা করি দেশবাসী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবেই তাঁর উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব পালন করবেন।

—মোহাম্মদ ইব্রাহিম
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

সবিনয় নিবেদন

মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর অসাধারণ মনীষা, তীব্র ভাবাবেগ, সুদৃঢ় চরিত্র সমস্তই তাঁর ব্যক্তিত্বের আনুষঙ্গিক। যে শক্তির প্রভাবে তিনি দেশ-বিদেশের লোককে মুগ্ধ করেছিলেন, যে শক্তির আকর্ষণে তাঁর নামে সভাস্থলে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হতো, সে শক্তি তাঁর ব্যক্তিত্ব হতে উপজাত। তাঁর প্রতিভার উৎস এখানেই।

দৃঢ় চরিত্র কঠিন পাথরের খণ্ড, ব্যক্তিত্ব হীরক-প্রস্থরের দীপ্তি। হীরা ও পাথর, কিন্তু সব পাথর দীপ্তিমান নয়। ভারের দিকটায় সাধারণ পাথর ও হীরক পাথর সমান, কিন্তু দীপ্তির দিকে সমান নয়। হীরকখণ্ড তার ভার মনে করিয়ে দেয় না, দীপ্তির ধার মনে করিয়ে দেয়। সোহ্‌রাওয়ার্দীর চরিত্র হীরার ভার, কিন্তু তার আসল মূল্য ব্যক্তিত্বের প্রভায়।

এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে দৈনিক ইত্তেফাক, জনাব সিরাজুদ্দিন হোসেন (বার্তা সম্পাদক : দৈনিক ইত্তেফাক), জনাব তাজউদ্দীন আহমদ (সাংগঠনিক সম্পাদক : প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ), জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা (সাধারণ সম্পাদক : সিটি আওয়ামী লীগ) ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম প্রকাশক এ, কে, এম, মনিরুল হক-ও আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। তাই মহান নেতা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জন্মদিনে এদের প্রত্যেককে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

একান্ত সাবধানতা সত্ত্বেও এ সংস্করণে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আগামী সংস্করণে নিশ্চয়ই আমরা সমস্ত ভুল-ত্রুটি শুধরে নেব। আশা করি আমাদের এই অক্ষমতা পাঠকবর্গ ক্ষমা করে নেবেন। ইতি—

‘শেল্‌টার’
কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া।

শহীদ আশরাফ
ঢাকা : ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

সূচিপত্র

সূচনা
৪৬-এর ঐতিহাসিক দিল্লি সম্মেলনে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক ভাষণ # ৩১
আমি অধীর আগ্রহে সেই বাঞ্ছিত দিনটিরই প্রতীক্ষা করছি # ৩৮
চারটি প্রধান প্রতিপাদ # ৩৯
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা # ৪০
নিরপেক্ষতার তত্ত্বকথা # ৪১
ভারতকে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয় # ৪২
নিরপেক্ষতার তাৎপর্য # ৪৪
সামরিক মৈত্রী প্রয়োজন কেন # ৪৪
নতুন সাম্রাজ্যবাদ # ৪৬
ভারতের সাথে সম্পর্ক # ৪৮
মিশরের স্বার্থ # ৫১
ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ # ৫৩
মুসলিম বিশ্ব # ৫৪
পণ্ডিত নেহরুর প্রতি আহ্বান # ৫৫
আমি এমন একটি শাসনতন্ত্র চেয়েছিলাম, যা… # ৬৮
এ শাসনতন্ত্র কি আমরা চেয়েছি? # ৬৯
শাসনতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? # ৭০
বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তান # ৭১
‘জাতি’ কথাটার তাৎপর্য কী? # ৭২
রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? # ৭৫
বিচ্ছিন্নতা নয় নিরবচ্ছিন্নতা # ৭৭
আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পটভূমি # ৭৮
বিরোধীদলের অসুবিধা কোনখানে # ৮০
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন # ৮০
আর বাহানা নয় # ৪১
পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক চিত্র # ৮৩
পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কেন হয়নি? # ৮৪
বন্যা প্রতিরোধ শৈথিল্য # ৮৫
মৎস্য শিল্প # ৮৬
ফল-ফলারি শিল্প : # ৮৬
নারিকেল শিল্প # ৮৭
বৈদেশিক সাহায্যের বণ্টন ব্যবস্থা # ৮৭
দেশরক্ষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উপেক্ষা # ৮৭
ঢাকায় কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরের দাবি # ৮৯
শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা # ৯১
প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্য # ৯২
মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন # ৯৪
রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞা # ৯৫
চাষিদের জমির মালিকানা দিতে হবে # ৯৬
দুর্নীতির প্রশ্ন # ৯৭
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রাম-পঞ্চায়েত # ৯৮
বিনা বিচারে আটক রাখার প্রশ্ন # ৯৯
আইনের শাসনের প্রতি মর্যাদার প্রশ্ন # ১০১
সরকারি ভাষা : জাতীয় ভাষা, না রাষ্ট্রভাষা? # ১০২
কেন্দ্রীয় রাজধানীর প্রশ্ন #১০৪
অপপ্রচারের জওয়াব # ১০৫
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া সংখ্যাসাম্যের মানে নেই # ১০৮
‘ইসলামী প্রজাতন্ত্র’ বলতে তাঁরা কী বোঝাতে চান? # ১১১
আমি প্রকৃত অর্থে ইসলামী শাসনতন্ত্র চাই # ১১২
প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পর্কে ‘ফতোয়া’ # ১১৪
রাষ্ট্রপ্রধানের বৈশিষ্ট্য # ১১৬
ইসলামের মর্মবাণী কোথায় # ১১৭
আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম # ১১৯
ইসলামের অবমাননা ও অপব্যবহার # ১২২
আদর্শ প্রস্তাব প্রসঙ্গ # ১২৩
এ দৃষ্টান্তের পেছনে যুক্তি নেই # ১২৪
এ স্ববিরোধিতা কেন? # ১২৪
যুক্ত নির্বাচনের তাৎপর্য কোথায় # ১২৫
পৃথক নির্বাচনের সম্ভাব্য পরিণতি # ১২৬
এ হীনম্মন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয় # ১২৭
তারা এদেশের মাটির সঙ্গে মিশে থাকতে চায় # ১২৮
তাদের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ কোথায়? # ১২৮
তাঁদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন না ১২৯
পূর্ব পাকিস্তান কী বলে, দেখুন # ১৩০
সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান # ১৩০
যুক্তনির্বাচন ‘কী’ ও ‘কেন’ # ১৩১
দ্বিজাতিতত্ত্ব # ১৩৩
যুক্ত নির্বাচন কী ইসলাম বিরোধী? # ১৩৫
অন্যান্য মুসলমান দেশের নির্বাচনি প্রথা # ১৩৯

এক দেশ এক জাতি # ১৩৯
হিন্দু আধিপত্যের ভয় # ১৪০
হিন্দুরা কেন যুক্ত নির্বাচন চায় # ১৪২
দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ # ১৪৩
কারামুক্ত নেতার ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে বিমানবন্দরে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস # ১৪৮
দেশ আজ কোন পথে # ১৫৫
রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ # ১৫৯
হায়রে জনগণ! # ১৬০
বুদ্ধিজীবী শ্রেণি # ১৬০
সেই ‘কাল বাক্সটি’ # ১৬২
ছলনা ও মরীচিকা # ১৬৪
আমাদের সমস্যা # ১৬৫
ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা # ১৬৬
তোষামোদি বিবৃতি # ১৬৭
একতার বল # ১৬৮
বর্তমান পরিকল্পনা # ১৬৯
প্রতিক্রিয়া # ১৭০
লক্ষ্যভ্রষ্ঠতার পরিণাম # ১৭০
গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবি # ১৭১
চিন্তার অধিকারও নাই # ১৭২
রাজনীতিতে রাজনীতিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ # ১৭৩
দুই অঙ্কের নাটক ১৭৫
সরকারি অর্থের অপব্যয় # ১৭৫
তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে # ১৭৬
চীন-ভারত সংঘর্ষ # ১৭৭
‘যদি’ এবং ‘কিন্তুর’ বাহুল্য # ১৭৭
জারিজুরি ধরা পড়িল # ১৭৮
জনগণের অভিপ্রায় # ১৭৯
সত্যিকারের জাতীয় ঐক্যবোধ # ১৮০
বহু নিন্দার পর ১৮১
কাহার টাকা? # ১৮২
আমিই তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি # ১৮২
অশ্রু দিয়ে গাঁথা # ১৯৪
পূর্ব পাকিস্তান
মাওলানা আকরম খাঁ # ১৯৪
মাওলানা ভাসানী # ১৯৪
নাওলানা র্তবাগীশ # ১৯৫
নূরুল আমীন # ১৯৫
আতাউর রহমান খান # ১৯৫
খাজা নাজিমুদ্দীন # ১৯৬
শেখ মুজিবুর রহমান # ১৯৬
আবুল মনসুর # ১৯৭
হামিদুল হক চৌধুরী # ১৯৭
আবুল হাশিম # ১৯৭
সৈয়দ আজিজুল হক # ১৯৮
মাহমুদ আলী # ১৯৮
জনাব আবদুল খালেক # ১৯৮
নূরুল হুদা # ১৯৮
পশ্চিম পাকিস্তান
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান # ১৯৯
দৌলতানা # ১৯৯
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী # ২০০
কাইয়ুম খান # ২০০
চৌধুরী খালেকুজ্জামান # ২০০
আইয়ুব খুরো # ২০০
আযম খান # ২০০
মাওলানা মওদুদী # ২০১
জনাব জেড, এইচ, লারী # ২০১
আপন চোখে দেখা # ২০২
এ, কে, ব্রোহী # ২০৩
আতাউর রহমান খান # ২০৩
শেখ মজিবর রহমান # ২০৬
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ # ২০৮

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

সূচনা

এক অসাধারণ ঐতিহ্যবাহী পরিবারে মহান নেতা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতার নাম হজরত শেখ শাহাবউদ্দিন ওমর-বিন-মোহাম্মদ-উস সোহ্‌রাওয়ার্দী। শেখ শাহাবউদ্দি সোহ্‌রাওয়ার্দী হজরত বড় পির সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জিলানীর প্রধান শিষ্য শেখ শাহাবউদ্দিন সয়ং অসামান্য পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। 'আওয়ারেফুল মারীফ' নামে তিনি একখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। শেখ শাহাবউদ্দিনই সোহ্‌রাওয়ার্দী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সেখ শাহাবউদ্দিনের সারাটি জীবন নিয়োজিত ছিলেন ইসলামের সেবায়। দিকে দিকে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। তিনি তাঁর পুত্র ও অনুগামীদের ইরান, তুরান, তুর্কিস্তান, সিন্ধু এবং পাক-ভারতে প্রেরণ করেন ধর্ম প্রচারের মহত উদ্দেশ্যে।

শেখ শাহাবউদ্দিন ওমর-বিন-মোহাম্মদ-উস-সোহ্‌রাওয়ার্দীর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস অধিকতর ঐতিহ্যপূর্ণ। পিতার দিক থেকে শেখ শাহাবউদ্দিন ছিলেন হজরত রাসুল করিম (দ.)-এর প্রথম খলিফা হজরত সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিকের এবং মাতার দিক থেকে ছিলেন হজরত ফাতেমা (রা.)-এর বংশধর। সুতরাং সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরিবার একই সঙ্গে সৈয়দ ও সিদ্দিকী উভয়েরই বংশধর।

পাক-ভারত উপমহাদেশে সোহ্‌রাওয়ার্দীর বংশের আগমন ঘটেছিল চিশ্‌তিদেরও আগে। দিল্লির নিজামমুদ্দিন আউলিয়ার দরগা কমিটির সভাপতি শামসুল উলেমা খাজা হাসান নিজামী চিশ্‌তি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চিশ্‌তি শেখদের পাক-ভারতে আগমনের পূর্বেই সোহ্‌রাওয়ার্দী শেখদের আগমন ঘটেছিল।

সোহ্‌রাওয়ার্দী বংশের অন্যতম প্রধান নেতা হজরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। কথিত আছে যে, হজরত জাকারিয়া মুলতানীর পৌত্র মওলানা রুকুনুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট আলাউদ্দিন

খিলজী তার অমাত্য ও পরিষদবর্গ সম-ব্যবহারে দিল্লির প্রবেশদ্বারে হাজির হয়েছিলেন এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী সেখানে উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁর রাজকীয় অশ্বশকট থেকে নেমে এসে তাঁর পদপুগল চুম্বন করেছিলেন। খাজা হাসান নিজামী চিশ্‌তির লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর দুই তনয়া বিহি নুর ও বিহি হুরকে দিল্লির চিশ্‌তি বস্তিতে সমাহিত করা হয়। তাদের সমাধির উপর যে দরগা নির্মিত হয়, তা এখনও 'বিহি নুরকা দরগা' নামে পরিচিত।

সোহ্‌রাওয়ার্দী বংশের অপর একজন কৃতী সন্তান আবদুল্লাহ সোহ্‌রাওয়ার্দী। আবদুল্লাহ্‌ সোহ্‌রাওয়ার্দী দিল্লির সুলতান বাহলুল লোদীর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এ ছাড়া শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর অপর এক পুত্র মওলানা সামসুল অরেফিন ওরফে তুর্কমান শাহ্‌ দিল্লিতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তুর্কমান গেটের কাছে তাঁর সমাধি রয়েছে। তাঁর নাম অনুসারেই এই গেটের নামকরণ হয় তুর্কমান গেট। এ ছাড়া মানের শরিফ, বিহার শরিফ, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সুফি বংশও সোহ্‌রাওয়ার্দী বংশের অন্তর্গত। শেখ শরফুদ্দিন বিহারি ঢাকার অদূরে সোনারগাঁওয়ে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও ছিলেন সোহ্‌রাওয়ার্দী বংশের সন্তান।

মি. এইচ, ই, স্টেপলটোন তাঁর গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, সিলেটের শাহজালালও সোহ্‌রাওয়ার্দী বংশ থেকেই উদ্ভূত। কথিত আছে যে, শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর নির্দেশ ক্রমে হজরত শাহ্‌জালাল ৩৬০ জন সুফি ও সাধু নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং তাঁরা গৌড়, পাণ্ডুয়া, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, সিলেট ও অন্যান্য স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

কিংবদন্তি আছে যে, শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী স্বয়ং একবার বাংলাদেশ সফর করেন এবং সেই সফর শেষে বাগদাদে পৌঁছে তিনি জান্নাতবাসী হন। শেখ শাহাবউদ্দিন বাগদাদে সমাহিত রয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবদান অসামান্য। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি থেকে জানা যায় : তুর্কিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সোহ্‌রাওয়ার্দী শেখদের বাগান, দরগা, খানকা, মসজিদ ও মিনার রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে চিলাম্বার গার্ডেন, মসজিদ এবং উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দের ঠিক বাইরেই শেখ জয়েনউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর খানকা রয়েছে।

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ রাজ্যে নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা ১৭২৪ সালে নিজামুল মুলক আসফ জা-ও শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর বংশধর ছিলেন।

আধুনিক যুগে ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের অগ্রনায়ক ছিলেন মেদিনীপুরের (পশ্চিম বঙ্গ) সোহ্‌রাওয়ার্দী পরিবার।

মাওলানা আমিনউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর দুই পুত্র। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মাওলানা মোবারক আলী সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন কৃতি পুরুষ।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দি-উস-সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বহু ভাষাবিদ। তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে বড় পণ্ডিত সারা পাক-ভারতে দ্বিতীয়টি ছিল কি না সন্দেহ। তাঁর রচিত গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর নাম হয়েছিল 'বাহরুল উলুম' বা 'বিদ্যাসাগর'। তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী। মাওলানা ওবায়দি, মোহসেনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান 'ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' এর ভবনেই ছিল সেই মাদ্রাসা। মাওলানা ওবায়দিও এই বাড়িতেই বসবাস করতেন এবং এখানেই জন্ম হয় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর।

মাওলানা ওবায়দি ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মাতামহ। ঢাকায় নামাজ আদায়কালে সিজদারত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে লালবাগের শাহী জুমা মসজিদে সমাহিত করা হয়।

জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মাতামহ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং পিতামহ মাওলানা মোবারক আলী সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন আপন সহোদর ভ্রাতা। তাঁদের জনক ছিলেন মাওলানা আমিনুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী। মাওলানা মোবারক আলী সোহ্‌রাওয়ার্দী অর্থাৎ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের পিতামহ বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরে বিখ্যাত আইনজীবী ও সদর-ই-আলা ছিলেন।

জনাব জাহিদুর রহিম জাহিদ— এম, এ, এল, এল, বি ব্যারিস্টার জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মরহুমের জনক। তিনি জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নামেই সবিশেষ খ্যাত। জনাব জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। জনাব জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর চাচাতো বোন বেগম খুজিস্তা আখতার বানু ওরফে সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া

বেগমের। বেগম খুজিস্তা আখতার বানু ছিলেন মাওলানা ওবায়দির জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার নিকট তিনি আরবি, উর্দু, ফারসি ও ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন। সারা পাক-ভারতে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা, যিনি সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করেছিলেন। এছাড়া ভারতীয় এগজামিনেশনস বোর্ড থেকে তিনি আনার্স ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু শাস্ত্রের এমএ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, এছাড়া তাঁর কাব্য প্রতিভাও ছিল। বেগম খুজিস্তা আখতার বানু উর্দু ও ফারসি ভাষার ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর রচিত কতিপয় পুস্তক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল।

জনাব বাবা জাস্টিস জাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
ও মাতা মরহুম খুজিস্তা আখতার বানু

বেগম খুজিস্তা আখতার বানু পর্দানশীল মহিলা হলেও তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কারক। কলকাতায় তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এই বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং এই বিদ্যালয়টি উদ্‌বোধন করেন ভারতে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সহধর্মিণী লেডি মিন্টো।